মুদ্রণ ও প্রকাশনা :
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌ লিমিটেড
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

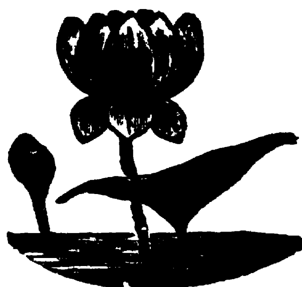
উৎসর্গ

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
পিতৃদেব
করকমলেষু—

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধেয় কনিষ্ঠ মাতুল
কবিচিত্তজয়েষু—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি)



"ঐ আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"



(বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রতি)



"অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে।"

সূচীপত্র

উপহাস

পুবের ঐ রাঙ্গা-আনন্দে
আবার নিয়ে যায় মোরে দখিনা গন্ধে।
কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে
বসন্ত, আমারে দূর থেকে দেখেছে।
পাইনি তারে সাজাতে
মনো মোর মাতাতে
এক হৃদয়-ব্যাকুল ডাকে—
বসন্ত, শুধু দূর থেকে চেয়ে থাকে।
তৃষ্ণায় আকুল ছাতি ফেটে যায়
বোশেখী দিন মনে পড়ে যায়॥

আবার তফাত করিছে এই বর্ষমুখর
ওরে, চলে যাচ্ছে রে শীত-জরজর।
প্রথম জীবন শেষে,
এক করুণ হাসায়, হেসে
আসিছে রে নব-বসন্ত আনন্দে
তবু, মম হৃদয়, রহিছে দারুণ নিরানন্দে॥

—

অনাদৃত

ভগবান, দাও না, আমারে আলো।
যাতে আমার দিনগুলো কাটে, ভালো।
একেলা বসেছি আমি, বন্ধ দুয়ারে—
যেথা ঝড়, নাড়া দেয় বারে বারে।
কালো কালবৈশাখীর ঝড়-ঝঞ্ঝায়
(মোর) মন ভেঙে যায়, ভেঙে যায় মাঝ-দরিয়ায়।

দাও না প্রভু! আমারে অমিত-তেজ
যেন হ'তে পারি এক হিমেল মরু পথের উপর দিয়ে—
ছুটন্ত চলন্ত স্লেজ।
হোক্ আমার অঙ্গ অসাড়!
তবু তুমি আমারে ডাকো,
ডাকো একটিবার।
আমার আকার! শ্রাবণের জলে একাকার!
দীন হীন আনন্দবিহীন, কাঙ্গাল আমি,
আছি ভিক্ষার আশাতে
বাহিরে প্রকাশ পায় না, থাকে মাথাতে।
বলতে পারো, কবে আসবে চাঁদের আলো আমার গিহে
রক্তস্নাত সূর্য, নাচবে মাথায় আবীর দিয়ে!

আজি এ ভিক্ষার ঝুলি শূন্য, মন কিছু বা ওড়ে, কখনো দাঁড়ায়
হায়! ভোরের পাখিরা আমারে ফেলে কেমন পালায়!
একাই অনাদি অনন্ত, তৃণাদি ছেয়ে:
জল নামে গাছ বেয়ে
চোখগুলো ফুলোফুলো।
এইতো আমার দিন, চলছে এক্কেমারা দিনগুলো।

--

অসম্মান

নিয়েছি বে, এক বিদেশী নাম 'ডিউয়ি'
ছন্দে কিছুটা করিয়াছি বটে বাহারি।
কি হবে, বল, থেকে এদেশে?
যেতে তো হবে, মোরে বিদেশে!
এখানে নেই জ্ঞানীর সম্মান
নেই গুণীর মান
আছে শুধু কাঁটাজ্বালা কাঁটামালা
আর অপমান।

কি হবে বল, থেকে এদেশে ?
যেতো তো হবে, বিদেশে—
যেথা আত্মার কণা সূক্ষ্মে মেশে।
ওরে, ঐ যে হ'য়ে আছে মোর স্থির ধাম
প্রভু, তোমারে জানালাম, আমার শেষ প্রণাম ॥

ওই-যে, আকাশে আজ, সোনালী তারায় ভরায়
মৃত্যুর দূত কা কুয়াশা ওড়ায়,
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।
তোরা দেখে যা স্ব-চক্ষে;
এই, আমার শেষ-হয়ে-আসা দিন,
জীবন গানহীন,
গন্ধবৎ; 'আলোকিত-তরু' — মৃতবৎ
কাঁদে আড়ালে, হাসে ডালে ডালে ॥

আমার আলো শেষ-প্রায়
রবির কী গভীর সায় !
এই আমি চললেম —
একটানা শুধু, কেঁদেই ভাসালেম।
নেই মনেতে কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ-জ্বালা আজ
চাই না, চাই না পাস্ তোরা লাজ—
পূর্বের কথায়।

বিঁধিছে নিশ্চয়, কাঁটার মতো, সত্যতায় !
ওই-তো, আমি দেখছি—আমার মৃত্যুচ্ছবিমুখ
হয়তো, মৃত্যুতে প্রজ্বলিবে, আমার, 'একান্তসম-সুখ'।
তবু, তোরা থাক !
পারিস্ তো, আমারে স্মৃতিতে একটু রাখ্ !
নেই কোন জোর কভু,
শুধু একটুখানি ভালবাসা, ভালবাসা 'প্রভু' !!

—

এক্ষণি হোক

মম জীবন আজি, ছিন্নভিন্ন
হে মোর বন্ধু, দেখো, বক্ষক্রোড়ে সইছি কতো ঔদাসীন্য
দুঃখ-দৈন্য-লজ্জা-ভয়-এ,
চাহি না মিশুক মজ্জায় গিয়ে :
গি—রা
গিরা যত খুলি তত পড়ে
বাঁধা, কিছুতেই যায় না স'রে।

মম দুয়ারে জ্বলিছে শ্যামল সবুজ তৃণ :
হায়, পুড়িছে মম জীবন চিহ্ন !

ভাঙিছে যৌবন মম যেন উদিত তলোয়ার
জড়িছে পায়ে শৃঙ্খল ভার, ভার।
চক্ষের জলোধারায়
কান্না মিশি যায় তারায় তারায়।
মম স্বপ্ন-আকুল-প্রাণ
কাঁটায়-খোঁটায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যান।

মাগো, মম হৃদয়ের কান্না
কেন মাগো হৃদয়ে যায় না ;
তব-বক্ষে প্রস্ফুটিত পদ্ম কেন এরা দেখিতে পায় না ?
দেখো মাগো দেখো
আমার ব্যথায়
পাখীদের কী প্রচণ্ড হাসি পায়—
নাহি তাকায় আমাপানে
উড়ি যায়, শুধু উড়ি যায়
এক সুদূরগন্ধটানে।
মিলায় দূর নীলিমায়
আমারে ভাসায়, শ্রাবণোবন্যায়।
আমার আকাশে
আমার বাতাসে
প্রাণের কান্না পড়ে খসে খসে।

পাইনে প্রাণে ফুলের ছোঁয়া
সামনে রহিছে এক ধূলিধূসর নীলিমা।
উজ্জ্বল চক্ষু ঝাপসিয়ে আসে
বর্ণে যেন হরিৎালে মেশে
দৃষ্টি! শূন্য!
প্রাণস্পন্দনহীন
এই তো চলিছে আমার রাত্রিদিন!
তবু, কানে কানে কে যেন কয়ে যায়—
ওই, তুই অনন্য,
কিন্তু, কই?

কবে আর থরে থরে ভরে ভরে ভরিবে মম:যৌবনসাজি?
ফিকা হ'য়ে গেছে যে. মম জ্যোৎস্নারাজি।
আহা! কুন্তলভার!
কাঁদিছে আমার অলতিকার ঝাড়!
কেশ, পিঙ্গলবর্ণ
দেহ-আলো শীর্ণ
কুসুমে উদিত ফুলের চিহ্ন, শেষ-প্রায়
হায়, আমার আনন্দস্বপ্ন শূন্যে মিলায়।
কাঁদিছে মম স্বর্ণছটাজাল
ওই দেখো আসিছে আগন্তুক—বৈকাল
ভা—লে, তুলিছে উষ্ণীষ
ভাবের আকাশে সেই শুরু থেকে রীষ-রীষ!

মাগো, কবে আর কাটিবে আমার এ রজনীঘোর অমানিশা ?

হায়, কণ্ঠে তবু চিক্‌চিক্‌ করিছে মধুর পিপাসা ।

মাগো !

কবে আর মিলাবে আমার এ-ভিক্ষার ধন ?

আর কবেই বা পাইবো আমার জীবনধন ?

চলি যায় ফাগ-ফাগুনে

দেহ বিকারিছে বৈশাখ-আগুনে

দাও না মাগো বলিয়া

কবে যাইবে আমার আলো অন্তরীক্ষে খুলিয়া ?

ওই-যে দেখা যায় নীলাচল, করিছে টলটল

কী তরঙ্গ তুলিছে, মম নীহারিকা-সবল ।

আলোকের ঝর্ণাধারায়

কেবলি আমার কান্না বাড়ায় ।

আমার অশ্রুবারির জলে

মম প্রাণ কেঁদে কেঁদে বলে—

মাগো, আর কতদিন ধরে তাকাতে হবে তোমাদ্বারে

বুকের রক্ত ঝরিছে যে মা অঝোরে !

কবে আর জীবন থাকিতে বরষিবে মাগো—

আমায় আরক্ত অরুণঢালা-তিলক,

তব কবি তো বলিছে, এক্ষণি হোক ॥

(২)

মাগো! আর কত ক্রন্দনে
জড়াইবো তোমায়—
আমার ব্যথার বন্ধনে ?
খরঃ রৌদ্রতাপে ক্ষয়িছে শশধর
ফাটিছে মম মসৃণ অধর
বাতাস! তুই কী এক্ষণো বইবি না;
এই বারতা সাগরপারে—
সূর্যের মর্মাজিনী সম্মান, উজ্জ্বলিছে যাহারে।
পুড়িছে মম যৌবনসম্ভার
কাঁদিছে গৃহ আলো আমার
নেই আশা নেই আলো
আঁখি জলো-ছলোছলো
কাঁদায় আমায়
যেন পাই তোমায়
যেন জানিতে পারে আমামন
মাগো! কেন দিয়াছিলে—
এই অর্ধজীবন, ভাঙ্গা যৌবন
খালি হাহাকার
নেই আলো আশার
খালিয়া যেতেছে সত্য
প্রহারিছে দিনো-প্রহরী নিত্য

তবু মাগো। কেন আজি আমায় রাখিছ **ধরিয়া ?**
দাও হে মাতা, ঐ আকাশপানে ছাড়িয়া!
তুমি আর কেন দেখিতে থাকিবে আমার এ-**শব ?**

পাপড়ি ঝরিছে
যৌবন মরিছে
বীণাতার ছিঁড়ে গেছে সব!
নেই বসন্তের বাহার
ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র আহার।
দাঁড়াই এক দীনাতুর বেশে
আহা, কত ধূলা জমিছে মম মখমল কেশে।
আসিছে কত ঘৃণা
প্রাণের আর সয় না।
মম জীবন-যৌবন!
শুকাইয়া যেতেছে
পলে পলে ক্ষণে-ক্ষণে
কোথা চলিছে? কে জানে!
কেন মা দিয়াছিলে ভব-গর্ভে এ-জনম ?
তব স্তন্যরাজির একি শরম! একি শরম!
বক্ষ ব্যথায় করিছে টনটন
আমারে নিত্য মারিছে অভাব, অনটন!
লও হে মাতা আমায় টানিয়া—
ফুলোঘায়ে আমাবক্ষ যেতেছে যে ঝলসিয়া!

মেঘোবিজুলীর আঘাতে—
গণিছি মৃত্যুপ্রহর বক্ষ জরজর-ক্ষতে।
গৃহে নেই কেহ
রোগগ্রস্তে টলিছে মম দেহ
ঝড়ে তুলিছে আমার পাতার আলয়
পাখিরব নাহি রয়
খালি ভয়! খালি ভয়
কা জ?
কাজ নাহি সারা হয়।
নেই বসন্তের স্বাদ
খালি উড়ে যাওয়ার ভাঙ্গা-বিস্বাদ!
বিহঙ্গমের ডানার ঝাপটার চমক!
আঁখিপাতা খুলি যায় ক্ষণক!
আনন্দ! কোথা লাগি আছে আনন্দ?
শুধু ধ'রে রাখার একটা ক্ষীণ, গন্ধ!
আর কেন? লও না মা আমাকে
শোকের কান্না যেতেছে যে ও ব'কে!
ভাঙ্গাহাটে ভাঙ্গাঘাটে
আর পা-র-ছি-নে উড়িতে,
ডা না! নাহি চায় জুড়িতে,
কী যন্ত্রণা! কা যন্ত্রণা আমার!
আর দেখিতে পা-র ছি-নে, যমের মালার বাহার

ঐ আসিছে, তিমির রাত্রি :
শান্ত যাত্রী
উষাকালে পড়িছে ঢ'লে,
কী মালা দিবে মাগো, আমার গলে ?
দাও হে মা চিরনিদ্রার হার
ওই হোক, আমার বসন্তের বাহার !
মম ঘুম যেতেছে ছুটিয়া
মম মণিকাঞ্চন পড়িছে ধূলায় লুটিয়া !
আসিছে প্রাণের কী কান্না ! কী কান্না !
আর বাঁচিতে চাহি না,
চাহি না মাগো !
তুমি কী দিবে গো —এই অন্ধ তামসী রাতে
আমার যৌবন ! আমার ধন ! আমার কান্না !
সব ! সব-ই যে ভাব ক'রতে চাইছে আমার সাথে
করো হে মাতা ব্যথার প্রশমন
ওই দেখো, দুয়ারে সেলামিছে মৃত্যুর শমন
মাগো ; এবার তবে লই শেষ বর মাগি
যেন মম ঘুমন্ত আঁখি,
নিশি মিশি ভাসি যায় তোমাদেহ লাগি।
দাও হে মাতা জননী বসুন্ধরা—
মরণে আমায় মৃত্যুঞ্জয়ের তিলক
তব কবি তো বলিছে, এক্ষণি হোক।

শেষ সুখ

সূর্যোজ্জ্বল আকাশে
মম হিয়া কাঁপছে !
কাঁপছে কুয়াশার বাতাসে
ওঃ ! কে যেন ডেকে ওঠে
মৃত্যুর দূত নির্ঘোষে ছোটে
দেয় বারে বারে তাড়া,
তবু আমি; ক্ষণকাল হারা,
তব শ্যামলিমায়
ভোরের কাকলি খেলায় ॥
হায় ! মৃত্যুর বাঁশি ঠিক বেজে যায়
মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যছটায়
আমারে পেয়ে একায়—
চাহি, সকরুণ চোখে,
মনের ভাবনা মনেতে রেখে—
পারিনে, ছুটিতে,
বাঁচিতে, চাহি মরিতে
নিঃশব্দ আলোকে
পাখীর ঘুম জড়ানো পালকে
কেহ, আর জানিবে না এ ।

যৌবনোনদা ! তোমার শ্রাবণোবারি, আজ, একি কুশিত এ।
এ কি তায় ?
সেই এক সুর ভেসে যায়
আমার আসা ! আমি আসি।
কেকাতান ? শুনায় বাসি।
কুহুরব ?
মৃতের শব !
ফুলের 'চোখঝলসানো' আলো ?
ওরে ! শির যে ঢুলে গেলো।
শুন !
যেন চলে যাই তলিয়ে
কাদামাটি দলিয়ে
কোন অতল গহ্বরে।
ওই ! আসিতেছে সাইক্লোন
আমি ! আলোন !
ওই, হরষিছে ভৈরবডাক
বিধিছে আমার প্রাণ, নির্বাক
উড়িছে আমার প্রাণাচ্ছা দণ্ড উড়ান
অই. আসিছে দুরন্তঝড়, ঘূর্ণি
পথহারা রণতাড়া
মারে. আমারে !
আনায শোকোচ্ছাস

রক্তের আজ, এ কী উচ্ছ্বাস ·
উপচিয়ে পড়ে,
ঝরে ঘাড়ে
শির যায় নুইয়ে :
তবু আমি চলি !
সাহসে বলি ;
তোমার চরণ ছুঁইয়ে, ছুঁইয়ে ॥

জননী গো—
ব্যথা তো, দিয়াছো কত গো !
কত কাঁটা বিঁধি আছে এ বুকে
জানিনে তারা নাচিছে কোন্ সুখে ?
ওগো ! আর কতকাল
কাঁপিবে আমার বক্ষতাল
আর কত চেয়ে রব ?
তব দুয়ারে—
নেই আহারে।
শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া
বহিছে কালের উন্মাদ হাওয়া
আর কতো—সয়ে সয়ে গুঁড়ো হব ?
আ—জি !
ঘুরিছে কি ভীষণ শির
দেহ কেঁপে অস্থির

কেশ রুক্ষ
নেই তেলের'ও সূক্ষ্ম।
নেই ভালবাসা
আছে, রোগের যাওয়া-আসা।

নিশীথে কাঁদি
বুকে বাঁধি ; বল
নাহি! নাহি!
কোথাও নাহি সফল।

ওগো! আর কত-ই বা
মৃত্যু বহে বহে বেড়াবো??

প্রভু! শেষ করো হে
তব জ্বালা-যন্ত্রণা
মায়া-মন্ত্রণা,
আর চাহি না
চাহিনে বাঁচিতে!
নিভুক মম প্রাণোবাতি,
এই, সঁপিনু আমারে,
জ্বলুক তা মন্দিরে
পূর্ণ করো!
করো হে তব আরতি
আজিকের এই শান্তসুন্দর শিশির-নিরমল প্রাতে

ওই দেখো! বিষ্ণুদূতের পাখা ঢাকিছে—
রাখিছে আমারে
শ্বেতোমার্বেলের কবরে
জড়ানো শুভ্র ফুলের মালা,
(যেন সব) ধূনে ভরপুর ঐ ধুপ-ধুনা জ্বালা
আরে, ওই হেরি!
নেই কোন ব্যস্ততা, তাড়াতাড়ি,
উড়িছে রেশমী নিশান্
শব্দ করে শান্ শান্
যেন রজনী আলা
ব্যথায়, করুণা ঢালা!
আর ঐ সূর্যলিপিকা
দেয় ভালে অগ্নিটিপিকা
আতরের গন্ধে,
শোকের ছায়া নেমে আসে কান্নার আনন্দে।
লহ! লহ! লহ মোর দেহ
সজ্জিত করো—তব কবরের গেহ।
এই! আমারো শেষ!
বাজুক, তব-চরণে আশার রেশ
প্রভাতে, চোখ মেলুক—
উজ্জ্বল মুখ।
এই আমার শেষ, সুখ॥

—

সত্য

কিছুটা চাওয়া
কিছু-বা পাওয়া
শুধু দূর থেকে ভালবেসে যাওয়া ॥
আঁখি যত দূরে সরে যায়
নয়নের নীর' তত নীচে এসে যায়।
ছলোছলো আঁখে
সাজাতে চাই তোমারে, নবীনশাখে ॥
বহে যাবে তরুলিমার দল
ঝরিবে তব-হৃদয়জল, ঝরিবে শবনমফল

বড় নিষ্ঠুর

এই সুন্দর নিরালায়
তোমারে পেয়ে একলায়
শুধাই মম আঁখিজলে,
'কবে তুমি এলে, আমার হৃদয়তলে ?

যৌবনের গানে
আমাবুক ভাঙে !
চলিতে আর পারিনে ;
তোমাচরণ ছুঁয়ে' ও, মরিতে তো আমি চাহিনে।
নামে আঁখিজলোধারা
ওগো সুন্দর। তুমি দাও না কেন সাড়া ?
শুধু আমা ডাকে, আজিকে এ কণ্ঠ ক্ষীণ
আমামন বেদনায় সাগরে বিলীন।
তাকাই কতবার
হেরি আলো আঁধার
তোমাপানে চায় এ উৎসুক চোখ দুটি
সহে কত জ্বালা, নীরব ভ্রূকুটি।
ওগো ভগবান
গেল কত মান-অপমান।
প্রাণের ব্যথা, প্রাণেতে মিশিবে না, প্রভু,
এমন শিখা তো, দেখি নাই, কভু।

—

মাঝে মাঝে জেগে ওঠে সেই হাহাকার
খুঁজে পাইনে তার কোন আকার
মন, গুমরিয়ে নিশ্বাস ফেলে
লতাপাতা শূন্যে চলে
পুবের দোলে
তোমারি জ্যোতিতে—বিলীন হ'তে—তব-বক্ষমাঝারে ॥

তব আলোকিত পদতল শোভিত যামিনী
আনায় ক্রন্দনঘন আনন্দ শুধু তারি।
ফেলায় কেবলি নয়নবারি।
যেন, লতাপাতা-ছায়াঢাকা-মালা
দূর বনে রয়েছে কতক শেফালী-জ্বালা ;
আমি হাসি আমি কাঁদি
আমি রবিতে-হারা আমি রবি-তে মারা
কে বুঝিবে এর অর্থ ?
স্বরোস্থষ্টিতেই বাঁধিয়াছে যত অনর্থ ॥

তবুও আমি, বাহিরোদ্বারে নির্বিকার
দিকশূন্য নিরাকার।
পথের মাঝে বনের সাজে

থাকি আমি আলোকমালা জ্বালিয়ে,
ঝলমল ঢেউ-এ, উড়নপাখা মেলিয়ে
তোমারি ইচ্ছায় কাঁদনগাথা গড়ি,
তোমারে না পেয়ে শুধু আপনাকে মরি
মনে আনে শত শত এষা
সাধ যায়, বড় সাধ যায়, ঘাস ছেড়ে ফুলেতে মেশা
বারে বারে আসে ঊর্মিমার
হেরি সমুখে রুদ্ধ-মন্দির-দ্বার ॥

হায়। বুকে ব্যথা চলে
চোখে জল দোলে
তবু, মেলে না তারে পাওয়া,
শুধু শূন্যতায় মরে যাওয়া।
নীরবে নীলিমায় মিলাই আঁখি
চোখোজল শুড়ে আমাবে ঢাকি,
বেদন টা বেড়ে ওঠে সন্ধ্যারাজে
যেথা শুকনো পাতার আওয়াজটা বেশী করে বাজে ॥

তারার আলোকে-পুলকে জেগে ওঠে সেই সত্যটা
সেখানে লুকানো আছে, আমার মনের গোপনটা।
কে দেবে এর উত্তর ?
প্রভু, তুমি এখনো কেন নিরুত্তর ?

তীব্র আগুনে জ্বালিয়ে জ্বালাও আমার—
তোমারে দেখার অনন্ত এষনা,
তবু, তুমি তারে, নিভাও কোন প্রভু—
এই কী তব বাসনা ?
এইকি, আমার প্রাণের গভীর স্তরের সাধ !
বুঝিতে পারিনে, তোমার ইচ্ছেটা, হয় না কেন অবাধ ॥

—

স্বপ্নপ্রাণ

ও আমার তন্দ্রাকাড়া-সাথি !
এখনো চলিছে আমার
কান্না-আঁধার
নিশাজাগার রাতি
ও আমার সাথি ॥

স্বপনে আমি ঘুরে বেড়াই—
তোমার সন্ধানে
মুকুল যেথা ঝরে মরে—
আত্মবন্ধনে !
ঘুরে মরি, তোমার সন্ধানে ॥

স্বপনে শেষে,

পাথার ছায়া আপনি মেশে!

স্বপন-মম, তুমি নেমে এসো! এসো না, এসো—

'স্বপন-মম' এমনি ক'রে বসন্তে আমায় মেশো!

স্বপন শেষে॥

উন্মিলীত করিতে চাহিনে এ-আঁখিপাতা।

দাও নিমীলিত করিয়া,

যেন যাই স্বপনপুরে ভেসে নিয়া!

মনে হয়, ধ'রে রাখি, ঐ স্বপন গাথা।

খুলিতে চাহিনে আঁখিপাতা॥

জড়ে পড়ি, কেবল দুঃখ-বন্ধনে।

জল যেথা তলিয়ে যায়,

আঁধার যেথা হারিয়ে যায়,

দল যেথা দলিয়ে দায়—

অতলতলের অতলছোঁয়ার অন্ধকারে;

এমনি ক'রে, দুঃখ আমায়, মেরে মারে আমারে।

ভেঙ্গে পড়ি, দুঃখশোকে, ক্রন্দনে—

জড়িয়ে আছি বন্ধনে॥

'ও—পৃথিবী' !

তোমারি অনাদি অনন্ত স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ে

মোর, কত; কান্নাহাসি মোর, দিন; কেটে গেছে তোমারি দখিনাবায় ॥

মনে পড়ে ?

তোমাতে- আমাতে করতেম কতো খেলা !

মাঝরাতে ভাঙত ঘুম !

শুনতেম নব-নূপুরের ঝুম্‌ঝুম্‌ !

বসতেম ঐ উঁচু ছাদটায়

পুবের ঢেউ, এসে আছড়াতো, পাড়টায় !

তোমাতে-আমাতে বসাতেম কত ভাঙা-নীড়ের মেলা !

তুমি আমালাগি ফেলিতে কত অশ্রুজল

তোমার ওই নীলচোখদুটি করতো না, কেমন ছলছল্‌

তব মঞ্জীর মর্মর গুঞ্জনধ্বনি—

মোর চিত্তে কিছুতেই শান্তি দিতো না আনি !

তোমারি বাহুডোরে—

পড়তেম বার বার বাঁধা !

দূর পথিকদেরে—

লাগত বটে ধাঁধা !

তারা হাসত—

শুধু অকারণে হাসত।

আর মোরে অবজ্ঞাভরে, নিচুজলে দেখতো॥

মনে পড়ে ?

যেদিন তুমি এসেছিলে,

চপলাচঞ্চলার চমকপ্রদ বেশে,

ঐশ্বর্য্যের শিশিরসিক্ত ডালিমফল বাহুতে মাখিয়ে নিয়ে।

সেদিন, তোমার ভুবনমাতানো রূপে,

আমার কম্পিত বক্ষে, নেশার ঘোর উঠত চক্ষে

দ্রুততালে ভ'রে উঠত মম শূন্যবক্ষকলস !

আহা, সইতে আমার কত আব্দার—

আঁখে এঁকে, রঙে রেখে, ক্লান্তিহীন-অলস—মনে পড়ে !

মনে পড়ে ? সেই—যে !

কত বিহঙ্গ, কত বিহঙ্গী বিহারিত

তব আঁখিনীল অঞ্চলে

তবু তুমি, মাঝে মাঝে—

আমায় কেন ফেলে দিতে,

তোমারি অতলজলের তলে ?

তব শ্যামাঞ্চলে ছুটত কত ধেনু

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেশোগুচ্ছ নিয়ে,

তোমার গায়ে খেলতো কত,

কত কালো কালো তনু
আমি শুধু দেখে যেতেম, শুধু দেখে যেতেম
আর তব পরশ সুধায় ভরিয়ে নিতেম
ভরিয়ে নিতেম মোর হৃদিপানপাত্র।
তব সৃষ্টি, স্থিতি রহস্যখানি রয়েছে আকাশে ঢাকা
তারি লাগি, আজি কেন উঠিছে না ঝড়—
এই বাতাসে থাকা?
শুনতেম এক ঝরাপাতার গুঞ্জরণ
লাগতো বটে, লাগতো এক অচঞ্চল শিহরণ।
আহা! কত বিশ্বভাব খেলতো মোদের খেলায়
যেমন করে বিন্দু বিন্দু অম্বু চলতো, ঐ বিশালধারের চলায়!
আজ, আঁধার রাতে বাজে মোর বুক,
পাইনি, পাইনি কোন শান্তিনীড় সুখ।
বল না—
কেন তোমার পেলবছোঁয়া পেয়েছিলেম, কিছুক্ষণ মাত্র॥

তোমার ওই এলোচুলে
স্মৃতির দুয়ার যায় আপনি খুলে।
তব স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম নীড়ে—
সেই কালো স্মৃতি, আসে মনে ফিরে ফিরে!
সেই যে, পশ্চিমের কোণে, গহন বনে
উঠতো লাল-কালো ঝড়-ঝঞ্ঝা!

তোমারি রসোস্তন্যে মানুষমতো জীবগুলো,
তোমারে ইক্ষু-মাড়াই কলে পিষে—
আহা! তোমায় নিঙড়ে করত মরু!
তুমি ছুটতে, আমাপানে চেয়ে ছুটতে, যেন একটা ক্ষ্যাপা গরু।
তোমারি অতলজ্যোতিসম্পদ লুটি,
দানবেরা ছুটি ধায় রম্যকাননে?
তোমাকে মেরে ত রা বাঁচিবে!
একথা তুমি আনো মনে?
হায়, তব আতুরদিঠি, এক্ষণো রয়েছে আমায় ঘিরে
মোরে ক্ষমা করো! ক্ষমা করো মোরে, পৃথ্বী!
কেন আমায় ডুবাও, নয়নোনীরে?
বক্ষে বাজিল ব্যথিত বাণী
নয়নে দিল, অশ্রুজল আনি;
প্রিয়তম, প্যারিসনমনে, মিটাইতে তব বাঞ্ছা খানি॥

ওগো, আজিতো উঠিছে অস্তফাগের রক্তরাগের ঢেউ
পূবের পারে গিয়ে আছড়ায়, বুঝবে, বুঝবে কেউ?
তব মেঘোকজ্জ্বল তুষার আঁধার আলোয়
কেমনে বলো তুমি, থাক তারা ভালোয়?
আজি মোর নয়নে আসিছে জল নেমে
সহস্র রজনীর নিদ্রা গেছে থেমে
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়—

নিয়ে যায় আমারে সুদূরের আড়ালে
যেথা তব গোপন রহস্যখানি রক্তিম ক'রে ঢেকেছিলে ॥
..................ওকি !
তুমি, আমার শুভ্র অঞ্চল ধরি, টানিছ কেন আজি ?
বল না ! কেন তুমি—
কুরে কুরে কুরানো কুরঙ্গিনীর বেশে, ছুটে এলে
বড় বড় ডাগর চোখ মেলে ?
ও ! বুঝেছি দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে
নীলসমুদ্র ভাসিয়ে
ঐ রক্তরাহু বর্ণলোহু
আসছে, তোমার কাছে ধেয়ে ?
ও, তাই, তুমি আমায় করতে চাইছ, তোমার দক্ষিণা নেয়ে।
একি লজ্জা ! একি লজ্জা !
ওগো সুন্দরী, তুমি প্রেমে দেখালে একি দীনতা ?
পেলো যে প্রেমের শুভ্রসাজ-সজ্জা ! এলো যে আলোতে মলিনতা॥
তুমি মোরে ক্ষমা করো !
ক্ষমা করো মোরে !
ওগো আমার 'অতীত-সুন্দরিনী',
আমি যে পারিলেম নে,
তোমারে বাঁচাতে—
ওগো আমার প্রাণের রিনি-ঝিনিঝিনি !
আমার পালানো, হয়তো মূঢ়ের মতো।

আকাশ হাসে হাসুক, হাসুক আমার প্রাণসখা নক্ষত্ররাজি
আমার ব্যর্থতায় তো,
আমারে কাঁদায়
নেমে আসে কত জল
একি মোর সব, সব প্রণয়ফল ?
ভরায় আমার সলিল সাগরসাজি ॥
ও পৃথিবী—
তুমি এখনো কেন দাঁড়িয়ে আছো,
স্থাণুর মতো ?
যা—ও ! ছুটে
যাও তুমি সামনে
যেমন ক'রে কালের আবর্ত বেয়ে চলেছিলেম আমরা দুজনে।
'ও—পৃথ্বী' !
আমি-তো এক্ষণ'ও তোমায় দেখে চলেছি।
সৃষ্টির অন্তরালে
শূন্যতার চালে
এক্ষণ তো, তোমায় পেতে চলেছি !
তুমি ছুটে যাও—
যাও ! ছুটে,
সকল বাঁধা টুটে
সবুজের তটরেখা নিয়ে
বাঁধনহারা গতি দিয়ে

মঙ্গলঘটে, রাগিণী এঁকে দিয়ে
লতাপাতায় ঢেকে দিয়ে
পড়ো না তুমি! অধরে রাঙ্গা হাসি নিয়ে—
আমার অজানা! আমার অচেনা!
ঐ আলো অচেনা সমুদ্রে, ঝাঁপিয়ে, গিয়ে॥

বেদনার প্রতীক

ও দিদি কবিতা
তুমি যে আমার চিরনমিতা
আমি যে দেখেছি—
তোমার ঐ নীলসমুদ্রচোখে রয়েছে এক বহ্নিজ্বালা;
মনে হয়,
কবে যেন ভাগ্য, তোমাসনে করেছিল নিষ্ঠুর খেলা।

আমি যে দেখেছি—
তোমারে পাবার তরে ধেয়ে এসেছে কত পথিক;
তারা দিয়াছে কিছু খোঁচা,
যদিও তা ক্ষণিক।

আমি দেখেছি---
তোমার ঐ সুন্দর মৃগমুখ চাহনিতে ;
গোপনে ঢেকেছ কী ভীষণ কান্না,
(যেন) বেদনার শুকনো অশ্রুতে।

আমি যে দেখিলেম—
বিশ্বকবি মোদের দিয়াছে উপহার. 'বিশ্বকবিতায়' ;
বিশ্ব তো তাঁরে বরিয়াছে,
'বিশ্বমালঞ্চ-পুষ্পিতায়' ।

ও দিদি কবিতা !
তুমি যে আমার হৃদয়-সূর্য-সবিতা।
আমি যে দেখেছি তোমারে,
রঙের বাহারে, পুষ্পের ভারে ভারে
যেন বেদনার অপরূপরস সাজানো রয়েছে থরেথরে।

ও দিদি !
আমি যে দেখেছি তোমারে—
বেদনার গোপন ছায়ে ;
তুমি মোর চিরসাথি
তুমিই আমার আনন্দ যে !

কান্না

নিশিত নিঝুম রাতে
জানিনা রে, কান্নাটা কেন ভাব করে আমার সাথে।
চলে যাই, যেন, কোন্ নক্ষত্রলোকের দেশে
যেথা সকল রহস্যই মেশে!
তারার পানে চেয়ে চেয়ে কত জল ফেলে যাই
হেথা হোথা তাকাই, যদি কাহারে খুজে পাই।
যেন কবে থেকে আমাতে মিশে আছে সেই ছায়াটা,
এখনো মুছিতে পারিনে ঐ দাগটা!
সীগলের ডাকটায়—
রাতের ঘুমটা বড্ড চমকায়!
কাহারে চাহি যেন অন্ধকারে
কিছুই মেলে না — শুধু বুকটা জ্বলে ওঠে, হাহাকারে।
আঁখিতে জলেতে মিশে যায় এক ঘটে।
জেগে ওঠে কত ছবি—স্মৃতিপটে।
আলো-আঁধারে ঘেরা
হাসি-কান্না-জড়া-দিন
পনিরের মতো ভেসে আসে সব একি ক্ষীণ!
জানিনে কোন বটবৃক্ষতলে,
তাদের কাছে করেছিনু কি ভীষণ ঋণ॥

নিত্যনতুন আলোয়-দোলায়
বুকেরে ভাই কী ব্যথা আনায়।
তবু, আমি চলি সামনে
পায়ে কাঁটা ফোটে,
প্রাণে কাঁটা ছোটে,
যাইনে পিছনে।
পিচ্ছিল পথে পড়িবার আশঙ্কা বারবার
জানিনে কবে খুলবে আমার স্বর্গদ্বার ?
মোর মন ছুটে যায়—
অসীম অনন্ত শূন্যে হারিয়ে হায়,
মেলে না কাহারে পাওয়া
শুধু বেদনার জল নিয়ে ফিরে চাওয়া ॥

—

নারব

নেই ভাব, নেই কবিতা
হৃদয়ে জ্বলিছে না প্রশান্তময়ী আলোকিতা।
ক্ষণকাল হেরি আমি
পুবের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ;
কই ! তাহারা তো এখনো এলো না, এলো কি
ভোরের কুয়াশা সরিয়ে ?
মন বড় উতলা, চঞ্চল
এলোমেলো ঝড় বয়, নীরব সকল।

—

ক্রন্দনে করুণ

প্রভু, তব শেষ আলোর চরম পরশে
আমারে শুধাইল কি :
আকাশ-সূর্য-চন্দ্র-তারা ?

আর ছিল নিশ্চল নগণ্য তুচ্ছ যারা
ধূলিদন্তে যাদের জনমিয়া ব্যর্থ প্রাণ আহরণ
পাঁকের আবর্তনে যাদের মৃত্যু বহন
ক্ষীণতা কৃশতা যাদের দেহজ আঙ্গিল
যৌবনরক্ত ফেন-সলিল
যাদের সুধাহাসির বেলোয়ারির ঝাড়
যেন ফেটে পড়া আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার
তারাও বলিল আমারে
তাদের প্রাণের অন্তিম কান্না যে রে

সেই সব মৃত্যুপথযাত্রী—
বেদনালাঞ্ছিত নিষ্পেষিত অবহেলিত কল্পতরুর-দল
আমারে কেন কাঁদিয়ে ভাবায় তারা ?

—

খেদ

কি পেলাম ??
হতাশায় ভরা এ জীবন।
নাহি কোন স্থান।
পথের পাশে—
শুধু দাঁড়িয়ে থাকা।
খানিক বা চাওয়া।
কই? আলো কোথায়?
হায়! আলো নাহি চায়।
ওই-যে নক্ষত্ররাজি—
আমার স্বপ্ন!
হাসে মিটিমিটি
কাঁদায় আমারে।
জোনাকি শিখা জ্বালিয়ে
নিভে যায়—আঁধার রাতেতে।
ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে
লুকাই নিজেকে ;
কত কাঁটা বিঁধে আছে এ বুকে,
কত রক্ত নিঃসৃত হচ্চে.
কেই-বা, তা জানে ??

—

ভয় কি !

....শাশ্বত মাগো—
ঐ ভেসে যায় তোমার ডাক যে গো ॥
ঐ যেন বহে যায় তোমারি মুক্তি-বাওয়া আনন্দসজল হাওয়া।
নামিছে তোমার বুকের পাষাণভার চলিছে তোমার আশার সঞ্চার—
আমার অন্তর ছুঁয়ে তার মাটিতে যাওয়া ॥
আহা ঐ চরণে, তোমার নীলপদ্মরাজির ফুলে-ফুলে কী মধুমিতালি।
ওরে আমার নবীন, তুই শিশির বেশে,
এই স্বর্ণছায়ে কি মিষ্টতা পাতালি
পরশে তোর জননী হরষে তোর জননী আছিস তুই মাটির কাছে
ওরে আমার অনিকেত অন্তর, মরণে তোর ভয় কি রে,
তুই যে তাঁরি হৃদয়মাঝে ॥

ধন্য

মম যৌবন নিভৃতে কাঁদে
রাতের অরণ্যে
সবুজের বাতাসে,
কাঁপে আজি এ-ময়ূরপুচ্ছ-শিখা,
কালের কনকোজ্জ্বলে হয়তো থাকবে না, তা লিখা

যেন কত যুগ-যুগান্ত ধ'রে
চেয়ে আছি তোমাপানে ;
হে মোর জননী বসুন্ধরা—
তুমি আমার পিপাসা-হরা।

তোমারি আলোয় প্রস্ফুটিত
আজি বিকশিত
এ-কাননে।
নীলচে আলোয় মায়াময় ;
তোমার রক্তিমরাগে—'আমি-যে বিস্ময়'!

পৃথিবীবিশাল মাটি নিয়ে
ছেয়ে আছি তোমাতে
তুমি হাস, আমি হাসি
মিশে যাই, যেন একেতে
ওই-যে, উচ্ছল সমুদ্র
তোমার অরুণ বরুণ ; করুণ আলোয় আলো।
পূর্ণিমা ? আকাশে !
আর, ওই-যে, তৃণদল, আমাতে ভালো
ভোরের বাতাসে।

কাল হ'তে আরো কালে
যখন চ'লে যাব আড়ালে,
তখনো 'তৃণঃ'!

তোর বক্ষে ভরাইবো হাসি।
শিশিরে মিশিবে রবি-শশী।
বেদনার আলোছায়া রূপে, বিশ্বভুবন কাঁদিবে নীরবে।

এ-মায়ায়, এ-খেলায়
মাঝে মাঝে বুক জ্বলে ওঠে হাহাকারে
দূর হতে হেরি যেন তোমারূপ সাকারে।
আমি প্রভাতের, আমি ক্ষণিকের
তোমার আনন্দ আমার চিরদিনের।

বক্ষ ভরিয়া দিয়াছ কত চিহ্ন
ওগো মা! তোমায় পেয়ে আমি-যে, ধন্য।

অঞ্জলি

ওগো মা!
তুমি এসেচ!
ভরাইছ আমার প্রাণপাত্রর!
আহা! সব কত সুধা-আলো নীরে!

আজি জোয়ারে
জল ছলোছলো!
ঝরচে স্বর্গীয়-আলো
আমার, এ মনোমন্দিরে।

তব উৎসমুখ হ'তে
নেমে আসে অনন্তসলিলার পুণ্যের স্পর্শ
ফল্গুর মত
আমার, এ পর্ণকুটীরে।

শুনি কত ঝংকৃতবাণী
সুধাহাসি রাশি-রাশি
তোমা চরণে—
নেচে ওঠে যেন মঞ্জীর-ঝংকারে।

ওগো মা!
দীন-দরিদ্র আমি,
কিবা দিব তোমারে
নাহি ফুল-ধূপ-দীপ, আছে মোর বক্ষরক্ত, লহরে

—

মায়াতরু

মনের পাশ দিয়ে কত মেঘ চ'লে যায়।
আমি চেয়ে রই আকাশে
ভাসি-বা বাতাসে
যেন ধরিতে পারি ঐ আলোককুন্তলবায়।

দিন আসে, হাসে, হায় যায় চলে।
কোন্ স্বপ্নাতীত মহাশূন্যে মিলিয়ে
আমাকে বিলিয়ে
জানিনে কেন ধরে রাখে কোন্ শ্যামছায়াতরুতলে?
মনেতে লাগে রঙ্গীন হ'য়ে রঙ্গের স্বর্ণছোঁয়াচ
রেখা রেখা,
অন্তরে আলোয় আঁকা
জাগে তার স্মৃতির আঁচ!
আঁখি ঠারে ডাকি তারে
শুধু জল ফেলে ফেলে;
অনল গরল উত্তাপে
জীবন, ক্ষয়ে ক্ষয়ে কোথায় যে চলে!
শুধু মরু, হা হা করে মায়া-মরুভূমি—
বৃথা অন্বেষণ,
বেদনায় প্রলেপে, শোকের ছায়ায় নেমে—
ওগো অতীতিনী, তোমায় আমি ধরি ধরি!

—

জিজ্ঞাসা

এ কী ভাব এসেছে মোর প্রাণে,
কেন রে আমি সদাই কাঁদছি মনে মনে?
কত দিবার আশায় নিজেকে সঁপেছি
শুধু মনে মনে গুমরিয়ে মরেছি ॥

পারিনি কিছুই দিতে : শুধু চাই নিতে—
হেসেছি, কেঁদেছি, শুধু কাঁদাহাসা করে মরেছি !
এ জীবন-যনতনে, আনে না কোন যৌবন-বক্ষ-স্বপনে
কতো তো রহস্য করেছি, শুধু নিজেরই দুঃখ ঢেকে চলেছি ॥
পারিনি কিছু দিতে, খালি নিতে হাহাকার ব্যথাভার
কেবা তাকাবে আমাদিকে, আছে, আছে কেউ আর ॥

মম

মম জীবন-যৌবনে
কাঁটায়-খোটায় ভারা
মম কোকিল কূজন
সময়ে হারা ॥
মম বিধি,
মম নিধি,
মম নিয়ম-নির্বন্ধ
করে না তোমারে গর্বিত, অন্ধ ॥
মম শুক্‌নোসমুদ্র আঁখি
নিভায় না কোন প্রদীপ-শিখা-বাতি ॥
মম প্রেম
শিখর-জ্যোতি-হেম ॥

মম ভালবাসা
শুধু কাঁদাহাসা ॥
মম শশীশীতল-আলো
চাল্দ্রিকায় ছলোছলো ॥
মম ভাষ
পায় রবির আশ ॥
মম সত্য
অচল অটল,
নেই এতে এতটুকু ফাটল ॥
মম ত্যাগ,
অসীম উদার
নই রে আমি অনুদার ॥
মম শ্রদ্ধা
মম ভক্তি
জুগায় মোরে শক্তি ॥
মম বিশ্বাস,
নেই মোর ঈশ্বরে অবিশ্বাস ॥
মম কাল
মম ভাল
বরে মোরে উপহারে
কাশ্মীরীশালে
কাঞ্চনে জড়ানো

লতাপাতা আঁকানো
ফলে-ফুলে ভরানো. রামধনুবাহারে ॥
মম অনুপম ধরা
মোর অশ্রু হাসি জলে ভরা ॥
মম আঁখি,
কাচিল আলো মেলে ;
তাকায় আকাশে
অসীম-দৃষ্টি ফেলে ॥
মম জীবন
মম বিস্তৃতি ;
মম প্রণয়ন
মম ধৃতি ;
আছে, আছে রে তাতে স্থিতি ॥

—

ঋণ

'ও ঋণা' ; বাজিয়ে যা তোর আপন বীণা
আছিস্ তুই ঋণের ভারে জর্জরিত
মিথ্যে করিস্ ঐ মনকে ক্ষত-বিক্ষত।
বাজিয়ে যা না, তোর আপন শুভ্রবীণে,
বিশ্ব-ভুবন মিলিবে এক স্বরলীনে।
বিশ্বমাঝে আছে যে ; তোর পানে চেয়ে সে।
ওরে, তোর পিছনে আছে পুণ্যের স্পর্শ
তবুও তুই, করিস্ না কেন রে হর্ষ ?
বাজিয়ে যা না, তোর ঐ "শ্বেতোশুভ্রবীণে"
জড়িয়ে যা বিশ্বকে এক নূতন ঋণে।

—

স্মৃতির টুকরো

'ও দিদি মাধবিকা-কানন' !
তোমাকে ঘিরে হেরিতেম কত চন্দ্র-আনন
ও দিদি মাধবিকা-কানন ॥

মনে পড়ে,
মনে পড়ে, সেই কত কথা
কত কাঞ্চন, গাঁথা ;
কত ফুলদল !
আজি আঁখে,
বহে কত হাসি, কত জল
ছলছলিয়ে চায় আমার মাটি
তবু, এ তো মোর গৃহ-আলো-বাটি ।
ও দিদি মাধবিকা কানন ॥

মনে পড়ে ?
সেই সুন্দর অতীত,
মোদের তরে গাইত কত পাখী, গীত
কুসুমরাজি ক'রত
মোদের বাতাস,
কাটাতেম মোদের হা-হুতাশ !

থাকিতেম ক্ষুদ্রজল বেশে,
আমার অশ্রুর হাসি হেসে,
তবু-কাননোকান্তায়—
ধরিত্রী-কাঁদিত, কেবলি বলিত, আয়, আয়, আ-য় !
ও দিদি মাধবিকা-কানন ॥

মনে পড়ে ?
কুহুরবে মাতিত পিকে
ভোর হ'য়ে যেত ফিকে
বায়ু যেত থেমে
তব লালপাপড়ি যেত নেমে
প'ড়তো ঢ'লে
আমার গলে
আসতো সুর, আসতো ভাষা ;
এ তো শুধু মোর নব-প্রভাতের কাঁদাহাসা।
ও দিদি মাধবিকা-কানন ॥

আজি ঐ নদীময়......................
কত স্রোতধারা ক্ষীণ হ'য়ে হারিয়ে রয়।
মম জীবনের হাসিকান্না
মানে না মানা।

অরণ্য পর্ব্বতে গুহার আঁধারে
আজ তব দুয়ারে
উদ্বাস্তু বাড়ায়ে
আবার কেন ডাকো ?

সবুজের আচ্ছাদনে
ঊষার আলোর সনে
তব চরণতলে
ক্রোড়-নীল অঞ্চলে
অনুপম ফুলদলে
মোরে চিরকাল আলো ক'রে রাখো।
ও দিদি মাধবিকা-কানন ॥

আজি, ফেলে আসা দিনগুলি দিয়ে
চ'লে যাই আমার ক্ষুদ্র প্রাণটিকে নিয়ে।
তব—সপ্ত সমুদ্র- আঁখি
দিতো না আমারে স্নেহচ্ছায়ে ফাঁকি।

পথেতে কত তৃষিত চক্ষু ফেলে,
কাঁটায় রক্ত মেলে,
ধরণীর পর তুল্‌তেম
তোমারূপ আমাতে ;

যেন দুজনে মিশ্‌তেম
এক আয়নাতে।
ও দিদি মাধবিকা-কানন

আজ, ও-আঁধাররাজি
হয়েছে মোর প্রাঙ্গণসাজি।

শুধু তোমাফুলে চেয়ে
মনে আলো ছেয়ে
চ'লে গগন বেয়ে
ঊর্ধে ধেয়ে
ধানের শীষে
কোকিলে মিশে
ওগো দিদি, মাধবিকা-কানন ॥

তব হোলিরাগ শেষে
তোমামাটি আমায় মেশে।
প্রভাতে মুক্তবারির মেলাতে
কেকার কাকলি খেলাতে
বিহঙ্গমের গাওয়ায়
মধুকরের ছোঁয়ায়
ময়ূখসূর্যের দীঘিতে

আলোজলের হাসিতে........
ওগো দিদি!
আমি যাই তোমাতে!

ও দিদি মাধবিকা-কানন,
তোমাকে ঘিরে হেরিতেম বটে, কত চন্দ্র-আনন!
ও দিদি, মাধবিকা কানন॥

—

দর্পনে মৃত্যু

হেরো না! আকাশে!
জ্বলে রক্তশিখা জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে!
নীল হ'তে আরো নীল
লাল হ'তে আরো লাল
ঐ বুঝি আসিছে মহাধ্বংসের কাল!

ওই গভীরকালো আকাশরাতে
কে যেন আপনি আলাপে মাতে,
ব্যথায় ফেলে জল,
ওরে, তুই কথা বল না, বল!

পরিত্রাণ

জীবন-মৃত্যু-জরায়
আজ এ ধরণী ভরায়।
আজ কাঁপিছে আমার বাক্য
যদিও নহি আমি, ঋষি-শাক্য !
ওগো ভগবান
করো হে মোরে,
তোমার হীরকোজ্জ্বল অন্তর দাস।
ঘুচাইতে পুঞ্জীভূত কালিমা··
মিশাইবো মম জীবন, চলে যাবে কণা-অণু ধূলিমা।
জনমিবে নব নব বৃক্ষ তব-পারিজাত কাননে
মরুতীর্থ-পথিকের জীবনজল জুটিবে, আহা, বড় সম্মানে

মানসিনী

···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· কবিতা।
তুমি আছ উপেক্ষিতা
বঙ্গক্রোড়ে
যেথা হয়েছিল তব রাজকীয় জনম
আদরে ধরে।

কালে কালে আরো কতো কালে
তোমার তনুশ্রী হ'লো কী ভীষণ কালো,
কবি! তোমার ফাগোরঞ্জিতবসন্ত কে,
কারা? কে ঝরালো?
আজ এই সাহিত্যের আকাশে
তোমা রঙ ফ্যাকাশে
তব ধূলিধূসর মলিনতায়
বেদনায় যেন ধরিত্রীর, জল ঝরে যায় পাতায় পাতায়।
বনোমঞ্জীর মাতাল করি তোলে মাঠে
হয়তো তোমার—
বুকের ব্যথাটা ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া সারাটা আকাশ ছোটে।
নেই তোমামুখে মিষ্টি হাসি
বাজাও কেবলি কান্না আকুল বাঁশি।
নেই সাজ, নেই আভরণ
খালি হতশ্রীর বিবরণ।
আছে একজোড়া কাচিল আঁখি
হায়! তবু তব তারুণ্য যেতেছে চলিয়া—
তোমারে বাঁকি।
নেই কমনীয়তা
নেই সরসতা
কই, সূর্যের আলোকে এক্ষণো তো এল না,
তোমারূপে প্রস্ফুটিতা!

চক্ষু যেতেছে কাটিয়া
কেশ হাসিছে জটিয়া
বেশ সচ্ছিদ্র, দেহ নগ্নপ্রায়
স্তনদ্বয় দেখা যায়
শ্যামাশ্রীর অভাব
বুকেতে কী যেন ব্যথা বেদনার ভাব ॥

কবিতা।
আজো তোমারূপ অন্তর্হিতা।
আজ মধ্যাহ্নের ভাগ্যাকাশে
তোমারূপ ঝলসে, মাসে।
একদা বিজুলি খেলিত যে চুলে
আজ সেই উত্থিত মধুরিত সৌরভ—
উঠিছে এ কী উৎপলে!
স্নিগ্ধতা এসেছিল সেই যে—
কোন একদিন
কবির রাখীবন্ধনের দিন ॥

আজ যদিও তোমার যৌবন গতা
তবুও তুমি—
হয়েছ নূতনে আবির্ভূতা।
আমার মণিমধ্যে
যেন মুখোপদ্মে

কালের ঐশ্বর্য্যে দীন হ'য়ে নয়
কালের আলোকে আলোকিত হয়ে।
দাও না তব-বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া—
যেন তোমারে চুমিয়া
ফলে-ফুলে মিশি চলিয়া চলিয়া।
হয়তো আবার আসিবে কোকিল
রব উঠিবে কুহুকুহু
বাজিবে আশাবরীর সানাই,
আনন্দবন্যা—বহিবে মুহুর্মুহু
আমার আচরণে
আমার বিচরণে
লাগিবে এক জাদুস্পর্শ
যেন এক সোনালি কঠিন ছোঁয়া
কে জানে
আর কেই বা মানে
কেউ—না, কেহ না.... ....।
কেহ না মানে মানুক
আমি মানি
আর তার তীব্রভাস্বরতার অস্তিত্ব জানি।
আবার আসিবে অনন্ত আলোক আলো
শুধু তোমা দেহ পরে
চলিবে জয়যাত্রা—এক যুগলিত স্বর্ণকাল ধ'রে

তারপর ?

তারপর হয়তো কোন একদিন
আমার হাত যাবে কেঁপে
কলম যাবে সরে
লেখা যাবে জড়িয়ে
স্মৃতিও হবে বেভুল
হৃদয়স্পন্দনে দৃষ্টি হবে অস্বচ্ছ
প্রাণের বাণী হবে ক্রমাগত জোরালো—
কাচোজ্জ্বল স্বচ্ছ

বলিবে—যাই, যাই
তখন গঙ্গাবিশ্বাদে আমি চলে যাবো,
তুমি থাকবে ....
হায় রে একাকিনী—তুমি থাকবে
আর পারো তো, আমায় ধরে রাখবে।
প্রদীপের ম্রিয়মান শিখা বাড়িয়ে
গঙ্গাঘট গঙ্গাপট সরিয়ে
ধরিত্রীময় এলোচুল বিছিয়ে
স্বপ্নালু চোখে ফুলের পরাগকেশর মাখিয়ে দিয়ে
করবে আমার আরাধনা।
তোমার সাধনা
তোমার সাধনা হবে পূর্ণ।

ভরা কলসের কানায় কানায় পূর্ণ।
তোমার দুঃখদৈন্য
হবে গলিত-দলিত
জীর্ণশীর্ণ
যাবে মুছে
মাথা' পর জ্বলিব ধ্রুব—চিরসত্য
মিলিবে শাশ্বতশক্তি
সান্ধ্য আরতির শঙ্খধ্বনি তুলিবে ঝড়
হয়তো মনে আসিবে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বদোলা
আকাশের তারারো হবে বিস্ময়
জাগবে এক সম্ভ্রম
আত্মসমর্পণে তোমার দেহ নুয়ে আসবে
তুমি অতলে তলিয়ে যাবে
অনন্ত আনন্দে হারিয়ে যাবে
সেই অসীম অনন্তে হারিয়ে
ওগো উজ্জ্বলিনী, তোমার কী তখন লাগবে কি?

ওগো মৌনী-তাপসিনী
দেখো না আবার আসিবে সময়
নাচিবে প্রলয়—ভবিষ্যৎ।
কত রাত জেগে আঁকা—
ধরিত্রীর বুকে—

গোপনে চুম্বন
বাঁকা বাঁকা—কিছুবা মিষ্টন।
পারো তো পড়ে নাও
তারার আলোকে পড়ে নাও, সেই সত্যটা।
আর, না-পারো তো,
আমাপানে তাকাও
শুধু একটিবার তাকাও।
নয় দূর নীলিমায়—
হারিয়ে, মিলিয়ে, মিশিয়ে—একাকার হয়ে যাও।
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাও।
পুবের ভালে আবার জ্বলিবে নূতন সূর্য
ক্রমে ক্রমে সে দীপিকাশক্তি—তোমার হয়ে উঠবে সহ্য
ওগো মানসিনী, তোমার, হবে সহ্য॥

—

স্বপ্ন আমার চিরন্তিকী

ওরে শোন! আমি তোদেরে বলি,
আমি চিরকাল ধরে চলি
কালের আবর্ত বেয়ে
গঙ্গা-যমুনার গান গেয়ে
কলোকলো রবে, ছলোছলো ভাবে :
এ তো শুধু নবীন পাখি কাঁদে হাসে ॥

ওরে আমি চলি অহল্যার প্রতি প্রণাম জানিয়ে
মনকে নবীনে-প্রবাণে মানিয়ে
চলি অনন্ত আকাশের কোল ঘেঁষে
ওরে, যে মণিতে আমার মন সদাই মেশে।
তব স্নিগ্ধবসুন্ধরার অচলা স্নেহ
হয়েছে রে মোর চিরগেহ ॥

তব আঁজলা ভরি করি কত জলপান
জানিনে, আজি কেন, জীবন-জোয়ারে পড়িছে ভাঁটার টান?
তবু আমি ছুটি গতিপথ বেয়ে
সবুজের রূপরেখা রেখে, যাই অজানিতে ধেয়ে,
করিতে তোমার প্রসন্নহৃদয় সন্ধান!
ওরে আমার বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনী—
বল্ না, তোরা কে করবি, তোদের প্রাণ দান ॥

আমি তো করিনি কোন পাপ
তবু কেন রে ঘিরে মারে ঐ সর্পিল কালসাপ ?
ওরে শোন ! তোদেরে বলি, আমি মধুসূদন, আমি নিউটন
মাথাটা তাদের যাবে না ঘুরে—বন্‌বন্‌ ?
বলি আমি চকিত চকিত ভাষ এঁকে
নব যৌবনের উদাসীগন্ধ মেখে,
নিকুঞ্জবিতানে আপন প্রাণটিকে ঢেকে,
যেথা তব বিধি, ধবার, পর শিশিরবাণী লেখে ॥

ভাষা দাও ! ভাষা দাও ! মোরে বলি হে-স্বপন
শ্যামলিমায় সহি কত অবদলন !
যুগ-যুগান্ত ধরে, লহরীর পর লহরী তুলে ,
ওরে, তুই কী যাবি আমারে ভুলে ?
রচিতে এসেছে শতশত গাথা
কেন রে হবে না, মোর চিরকাল থাকা ?
পায়ের বেড়ি তো আটকিয়ে গেছে, তোর প্রেমে
ওরে আমার নবীনকুঁড়ি—তুই আয় না আমার কাছে নেমে ॥

সবুজের রেখায়—
ভরিয়ে দিয়ে যাব আমার শিশিরসিক্ত পাতায় !
তব নবীনবরণ কনকরতন হারে,
জানিনে, কেন আমায়, উজ্জ্বলিয়ে আলোয় আনে বারে বারে ।

আঁখিতে ঝরে দিবারাত্রো জল
সাগর-সঙ্গম-সকল-স্থল
জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে হয়ে যায় সব একাকার
মোর মনে, জাগে না কোন হাহাকার ॥

ওরে তোরা শোন না,
আমার এ রক্তে-রাঙ্গা বাঁধনে-ছাড়া লৌহিত্যি।
কে করবে, আমারি মতো, এ ওকালতি-সাহিত্য ?
ওরে আমি চিরদৃপ্ত !
তোরে পেয়ে হয়েছি রে তৃপ্ত।
ওরে আমার ভবিষ্যৎ !
ওরে কুরঙ্গম ! ওরে আমার বিহঙ্গম।
তুই থাকিস্ কেন ঐ দূর-নীলিমায় ডানা মেলে ?
ওরে আমার নবীন পুষ্পরাজিন্—
তুই পড় না, আমার দিকে হেলে ॥

ওরে আমিই শঙ্খচিল
তারার আকাশে, সত্যি ঝিলমিল,
রচিত-খচিত কনকোঝাল্লরে ;
আবীর যে চূর্ণ হতেছে রাগিনীর ব্যর্থ রাগে।
রবির হাসির ঝিলিকে নিখিলে হেসেছি আমি।
কী কথা বলছি—
শুধু জানেন অন্তর্যামী ॥

ওরে আমার শান্তঃ, কমলকোমল পাখি
তোরে কেমনে রাখিব ভাষায় ঢাকি ?
ভাষার ভাসে
জ্বলিছে শিখা, নয়নো-আভাসে !
ওরে আমার নবীন স্রোত !
কণ্ঠ আজিকে মোর, কেন হবে রোধ ?
ওরে ! তুই, দে না আমারে গগনবায়ুতে ঠেলে
গরুড়ের পাখায় যেথা অববাহিকা মেলে ॥

ওরে আমার গহনবনের "গভীর-মৃগঃ" !
তুই মেলিবি না
ঐ ঘন কালো চোখে, কোটি কোটি জ্ঞানোসূর্যপ্রভা ;
আজ !
ক্ষণকাল দেখ দেব
দুয়ারে দাঁড়ায়ে নীরবরবে,
ঐ, ভোর হ'য়ে এসেছে মোর প্রাঙ্গনে সবে ॥

ওরে আমার নবীন যুবা !
তোরে আর ঢালিব কত ব্যথা ?
ওরে আমি অংশুমালিন্
আমি সুকৃতিন্
কে বলে যাইবে মোর প্রাণ ?

কে বলে, যাবে আমার যান।

তব কালের ঔজ্জ্বল্যের আবেশিত আলোয়—

আমি যে হয়ে আছি বোবা॥

ওরে আজি আসিছে শতশত ভাষণ

লাগিছে না এতটুকু প্রহসন

সুদূর-সাতসমুদ্দুর হ'তে এসেছি চ'লে

জড়াচ্ছি নিজেকে রহস্যের জালে

তব কাননে কত ফুল তুলি

তোর রূপে আমি সব ভুলি

থেকে যাবে চিরস্মৃতি, গাহিবে নবধান্যের গীতি।

থেকে যাবো আমি চিরকাল

জননী তোমারি হাত ধরে ; তোমারি শাশ্বত ক্রোড়ে॥

ওরে আজি আমি ক্রন্দনরত

আমার দখিনা বাতাস, অবগত !

অহরহ কাঁদি, আর তোদের, পালক ছেঁড়ার সুরেতে, বাঁধি।

ঐ পুবালিপাখায় পাখা মেলে,

উড়ছে, ডানা হেলে।

ওরে, আমি রব চিরকাল

স্বর্ণাক্ষরে লিখিছে তাই, মোর ভাল

ওরে আরো কত কতোকা-ল !

তবু তোরা বল, ঐ তিমিতুরঙ্গম, কেন দেয়, আমারে ফেলে॥

জানিনে, কেন সদা বহে জল, কত হাসি, কত ছল
বহে যায় অবিরল স্রোতোধারায়
ঐ গঙ্গা-যমুনা-পদ্মা-মেঘনা-চন্দ্রভাগায়।
তোমার অধর হাসে
প্রভাতী আলোর রাশে।
তব তপ্তকিরণছটায়
চন্দ্র-শশী-তারা ভূতলে লুটায়!
হাটে-মাঠে-বাটে জল
সকলে মিলিছে, এ, আমার 'বল' ॥

আমি এখনো চেয়ে আছি তোমাদ্বারে
ভ্রমেছি বারে বারে
পথের সন্ধানে, আলোকের বন্ধনে
ওরে আমার নবীন, ওরে আমার প্রবীণ—
তোরা দে না আমার সামনে আলো এনে ॥

তব সমান্তরাল রেখা বেয়ে
চলে যাবো যাবো সম্মুখ গতিপথ ধেয়ে
তব বক্ষমাঝারে
বিশ্বসুরের স্পর্শে জেগেছিল যে,
আজি কেন জাগিবে না সে ॥

কেন তুমি আসিবে না প্রভু,—অধরে ভালবেসে
জীয়নকাঠি নিয়ে হতে ;
সান্ধ্য আলো জ্বলিবে তো, তোমারি সংকেতে
ঢালিব শুভ্র কুসুম তোমার চরণে
ঘুচিবে বন্ধুর, শান্তি-সৃজনে
তাকাবো না পিছনে, চলিব সামনে
তব ললাটে দীপিবে রঞ্জিতদাগ
আসিবে না সেথা কোন রুদ্রপ্রলয়মূর্তি-বাঘ।
বিজুলিবে তব চরণরেখা
থাকিবে শিশিরস্মৃতি, চিরতরে লেখা ॥

ওরে! কে বলে রে তুই দুর্ভাগা ?
ওরে আমার অরুণ তরুণ পাখী—
তুই যা না, ঐ লোহার শিকল জালি কাটি।
জাল ফেল্ না এঁকে বেঁকে,
রাখিস্ কেন নিজেকে-রেখে ঢেকে ?
ওরে আমার মুক্ত-বিহঙ্গে—
যা না তুই ও রূপ ভুলে
খুলবে যে তোর আলোর দুয়ার, তরুমূলে ॥

ওরে আমার জলে চরা, মালা-পরা, রাজহংস !
তোর ঐ ভীষণ শশীশীতল ঠাণ্ডা চাহনিতে—
কেন রে মরিবে না রাজকংস ?

ফেলে দে ওই স্বর্ণজাল
পর, তোর পুরানো, সেই 'বল্কল-ছাল'।
কিছু নেই। কিছু নেই
এই জীবন-যৌবনে, কিবা ধনে-জনে-মানে!
বহে যাক এক পাগলা হাওয়া দেশে দেশে, দিশেদিশে
লক্ষ্য আমার সবুজ করার অভিযানে।
ওরে নেশায় বিভোল, মধুকর
জড়িয়ে যা না তুই, ঐ মৃগাঙ্কোলোকে
স্তব্ধরাতের বৃক্ষশাখের একটি পাখীর আলোককুসুমগানে॥

ওরে আমি অংশুল, আমিই তোমার কূল
নেই যে ওতে কোন ভুল।
ওরে আমি করি না কাহারে কুর্ণিশ
জপি নিজোধ্যান অহর্নিশ
ছটাছটা রশ্মি জটাজটা
নববরষা হইবে মুখর!
যদিও আমার বুক, দারুণ তাপে হানিছে সুখ
তব-রুদ্র, দীপ্ত-প্রদীপ্ত ;
ওরে আমার ক্লিষ্টতাপস!
আজিকে তোর গ্রীষ্ম, কী ভীষণ প্রখর॥